# বাংলাদেশ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩

সূচি

**ধারাসমূহ**

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
৪। ইনস্টিটিউটের কার্যালয়
৫। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন
৬। গভর্নিং বডি
৭। ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি
৮। গভর্নিং বডির সভা
৯। একাডেমিক কাউন্সিল
১০। প্রধান নির্বাহী
১১। কমিটি গঠন
১২। তহবিল
১৩। কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি
১৪। চুক্তি সম্পাদন
১৫। ক্ষমতা অর্পণ
১৬। বাজেট
১৭। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা
১৮। প্রতিবেদন
১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
২০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
২১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

# বাংলাদেশ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩

২০১৩ সনের ২৩ নং আইন

[২০ জুন, ২০১৩]

**চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।**

যেহেতু চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টির নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

**১।** (১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

*(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

**২।** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট;

(২) "গভর্নিং বডি" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বডি;

(৩) "চলচ্চিত্র" অর্থ সেলুলয়েড, [১][***] ডিজিটাল বা অন্য যে কোন মাধ্যমে নির্মিত চলচ্চিত্র;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান;

(৫) "টেলিভিশন" অর্থ টেরেস্ট্রিয়াল, স্যাটেলাইট, ক্যাবল, অনলাইন বা অন্য যে কোনো প্রযুক্তিতে পরিচালিত টেলিভিশন চ্যানেল;

(৬) "প্রধান নির্বাহী" অর্থ ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী;

(৭) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

* এস, আর, ও নং ৩০০-আইন/২০১৭, তারিখ: ০৯ অক্টোবর, ২০১৭ দ্বারা ০১ নভেম্বর, ২০১৩ ইং তারিখে উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

১ "অ্যানালগ," শব্দ ও কমা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ২ ধারাবলে বিলুপ্ত।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

**৩।** (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়

**৪।** ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ঢাকায় অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে হইবে।

ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন

**৫।** ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন গভর্নিং বডির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে গভর্নিং বডিও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

গভর্নিং বডি

**৬।** (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্নিং বডি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন বরেণ্য ব্যক্তি, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(জ) বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক ;

(ঝ) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ;

(ঞ) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এর মহাপরিচালক;

(ট) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক;

[১][(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন শিক্ষক ও ১ (এক) জন চলচ্চিত্র নির্মাতাসহ অনূন ৪ (চার) জন অনধিক ৬ (ছয়) জন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিত্ব;]

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট সাংবাদিক;

(ণ) প্রধান নির্বাহী, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (ঠ), (ড) ও (ঢ) এর অধীন সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে [২][২ (দুই)] বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সদস্য তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন অথবা সরকার যে কোন সময় তাহাকে তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন মনোনীত চেয়ারম্যান সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৭। ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম ও প্রশাসন পরিচালনা এবং ইহার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্বাহ সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চূড়ান্তকরণ;

[৩][(ঘ) চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও আয়োজন, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং ডিপ্লোমা, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর ডিগ্রিসহ সফলভাবে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কোর্স সম্পন্নকারীগণকে সনদ প্রদান;]

(ঙ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাতা ও কলাকুশলী এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের কাঠামো নির্ধারণ, পরিচালন ও মূল্যায়ন করা;

---

১ দফা (ড) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৩ (ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৩ (খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ দফা (ঘ) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৪ (ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[১][(চ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎসব, কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি আয়োজন;]

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং উক্তরূপ গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ;

(জ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে পরামর্শক সেবা প্রদান;

[২][(ঝ) চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা, পুরস্কার, ইত্যাদি প্রদান; এবং" ।]

(ঞ) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ।

গভর্নিং বডির সভা

**৮।** (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, গভর্নিং বডি ইহার সভার স্থান, সময় এবং কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) প্রতি দুই মাসে গভর্নিং বডির অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান গভর্নিং বডির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) গভর্নিং বডির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) গভর্নিং বডির সভায় উপস্থাপিত সকল বিষয় উপস্থাপিত সদস্যদের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইবে।

(৬) গভর্নিং বডির সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৭) গভর্নিং বডি উহার কোন সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যে কোন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক দাতাকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ ব্যক্তির কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৮) কেবল গভর্নিং বডির কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা গভর্নিং বডি গঠনে ত্রুটি রহিয়াছে এই কারণে গভর্নিং বডির কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

---

১ দফা (চ) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৪ (খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (ঝ) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৪(গ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

একাডেমিক কাউন্সিল

**৯।** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াবলি [১][তদারকি ও পাঠ্য বিষয় নির্বাচন] এবং এতদ্‌বিষয়ে ইনস্টিটিউটকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবার জন্য ইনস্টিটিউটের একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

[২] [(ক) সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;]

(খ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(গ) গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক;

(ঘ) চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(ঙ) বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক;

(চ) জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(ছ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত [৩][***] গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের [৪][একজন সিনিয়র প্রশিক্ষক ও একজন প্রশিক্ষক] [৫][;]

[৬][(ঞ) ইনস্টিটিউটের সকল একাডেমিক বিভাগের মুখ্য প্রশিক্ষক;

(ট) গভর্নিং বডি কর্তৃক মনোনীত একজন মুখ্য প্রশিক্ষক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।]

প্রধান নির্বাহী

**১০।** (১) ইনস্টিটিউটের একজন প্রধান নির্বাহী থাকিবেন।

(২) প্রধান নির্বাহী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

---

১ "তদারকি ও পাঠ্য বিষয় নির্বাচন" শব্দগুলি "তদারকি" শব্দের পরিবর্তে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৫(ক) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (ক) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৫(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩ "বেসরকারি" শব্দটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৫(গ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

৪ "একজন সিনিয়র প্রশিক্ষক ও একজন প্রশিক্ষক" শব্দগুলি "দুইজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষক" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৫(ঘ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৫ ";" সেমিকোলন চিহ্নটি " ।" চিহ্নটির পরিবর্তে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৫(ঘ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৬ দফা (ঞ) ও (ট) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৫ নং আইন) এর ৫(ঘ) ধারাবলে সংযোজিত।

(৩) প্রধান নির্বাহী ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৪) প্রধান নির্বাহীর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান নির্বাহী তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান নির্বাহী পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

কমিটি গঠন

**১১।** গভর্নিং বডি উহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের বিষয়ে উহাকে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, উহার কোনো সদস্য বা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

তহবিল

**১২।** (১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা বরাদ্দকৃত বাজেট;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সরকার বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) শিক্ষার্থীদের কোর্স ফি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়; এবং

(চ) প্রচলিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী নহে এইরূপ কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলে জমাকৃত অর্থ এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

**ব্যাখ্যা।**- "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) প্রধান নির্বাহী এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক নির্ধারিত ইনস্টিটিউটের কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৪) তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের বেতন, ভাতা ও তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা যাইবে এবং ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে তহবিল বা উহার অংশ বিশেষ বিনিয়োগ করা যাইবে।

কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি

**১৩।** (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চুক্তি সম্পাদন

**১৪।** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

ক্ষমতা অর্পণ

**১৫।** গভর্নিং বডি, প্রয়োজনে, তদকর্তৃক নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে, উহার যে কোনো ক্ষমতা গভর্নিং বডির কোনো সদস্য বা ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

বাজেট

**১৬।** (১) ইনস্টিটিউট, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

(২) উক্তরূপ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

**১৭।** (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইনস্টিটিউট উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং গভর্নিং বডির যে কোনো সদস্য বা ইনস্টিটিউটের যে কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 ( P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে উপ-ধারা (৪) এর অধীন চার্টার্ড একাউনটেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

প্রতিবেদন

**১৮।** (১) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাহী ইনস্টিটিউটের যাবতীয় কার্যক্রমের উপর একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া গভর্নিং বডির নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে, উহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ইনস্টিটিউট উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বাৎসরিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, প্রয়োজনে, যে কোন সময় ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

**১৯।** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

**২০।** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

**২১।** (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।